৩০

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

বন্দরনগরী খুলনায় ১০ দিনব্যাপী আঞ্চলিক গ্রন্থমেলা সমাপ্ত

।। মানিক সাহা ।।

খুলনা, ৩রা নভেম্বর।– প্রতিকূল আবহাওয়া এবং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও খুলনায় ১০ দিনব্যাপী আঞ্চলিক গ্রন্থমেলা জমজমাট পরিবেশে সাফল্যজনকভাবে শেষ হয়েছে।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বাংলাদেশ–এর উদ্যোগে ও আঞ্চলিক গ্রন্থমেলা ১৪শ' সাল উদ্‌যাপন পরিষদ, খুলনা–এর ব্যবস্থাপনায় গত ১২ই অক্টোবর থেকে ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত স্থানীয় শহীদ হাদিস পার্কে এই বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতার পর খুলনার জেলা স্কুল মাঠে ১৯৭৬ সালে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে জাতীয় পর্যায়ের বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর দুই একবার ক্ষুদ্র পরিসরে বইমেলা হয়েছে বটে, কিন্তু তা মানুষের মনে দাগ কাটেনি। দীর্ঘ ১৬ বছর পর এবারই সত্যিকার অর্থে একটি সফল বইমেলা হলো। বইমেলাকে ঘিরে শহীদ হাদিস পার্কে ১০ দিন ধরে সাহিত্য–সংস্কৃতি, রাজনীতি–অর্থনীতি, সঙ্গীত, নাটক মিলে এক পূর্ণাংগ উৎসব হয়েছে বলা যায় এবং এতে অংশগ্রহণ করেছে সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ।

বন্দরনগরী খুলনার প্রাণকেন্দ্র শহীদ হাদিস পার্কে অনুষ্ঠিত এবারের বইমেলায় ৩৮টি স্টল খোলা হয়েছিল। ঢাকা এবং স্থানীয় এই দুই ধরনের স্টল মিলে দেশীয়

খুলনা ঃ বইমেলার অনুষ্ঠানে বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস, এম সুলতান।

—সংবাদ

বইয়ের এক চমৎকার সম্মিলন ঘটে। বাংলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, বুক ভিলা, সাহিত্য সম্ভার, সূচীপত্র, আগামী প্রকাশনী, বুমেরাং, পল্লব প্রভৃতি স্টলে প্রচুর দর্শক–ক্রেতার ভিড় হয়েছে।

গ্রন্থমেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল স্কুল থেকে কলেজ পর্যায়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা, হস্তলিখন, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, চিত্রাঙ্কন, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ৬ শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিকেলে শহীদ মিনার চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেমিনার। সেমিনার মানুষকে ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করেছে।

এ সকল অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছে ঃ বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস, এম সুলতান, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, নাট্যকার মমতাজ উদ্দিন, সাংবাদিক আবেদন খান, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব ইসলাম উদ্দিন মালিক, সিটি মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান, মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, বিভাগীয় কমিশনার আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী, কাজী মনজুরে মাওলা, জাফর তালুকদার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম আলী ফকির প্রমুখ।

খুলনার গ্রন্থমেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে ব্যাপকসংখ্যক মানুষ উপস্থিত হয়েছে।

মেলার শেষদিনে অর্ধশতাধিক স্থানীয় কবি–সাহিত্যিককে পরিচয় করিয়ে রজনীগন্ধা উপহার দেয়া হয় এবং মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তারা।

এবারের বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন এবং সমাপ্তি টেনেছেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব ইসলাম উদ্দিন মালিক।

খুলনা ঃ বইমেলায় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। —সংবাদ